রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ২২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৩, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৭৭—৩০০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪২৩—৪৮৫
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৫—১৭২
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৫৭—৭১৫
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন, ১৪২৭/০১ মার্চ, ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৮০.২৭.৩৩.২০-৪২**—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুব কবীর (পরিচিতি নম্বর-৪২৫৪), প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর উদ্ধৃতি দিয়ে গত ২৯ জুলাই, ২০২০ তারিখে Jagonews24.com নামের অনলাইন পত্রিকায় "৩ মাসে দুর্নীতি দূর করতে ১০ কর্মকর্তার উইং চান অতিরিক্ত সচিব" শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়; এবং

যেহেতু, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত ও প্রকৃত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ব্যতীত পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত লেখায় তার মনগড়া, ভিত্তিহীন ও সরকারের জন্য অস্বস্তিকর বক্তব্য প্রকাশিত হওয়া সরকারি কর্মচারী হিসেবে তাঁর আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শামিল হওয়ায় এবং তিনি সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদে কর্মকর্তা বিধায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুব কবীর-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ১৮৭ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণের মাধ্যমে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হলে তিনি ১৫-১১-২০২০ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন; এবং

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ২৭-০১-২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুব কবীর (পরিচিত নম্বর-৪২৫৪)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক বিষয়াদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উক্ত লঘুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ মাহবুব কবীর (পরিচিত নম্বর-৪২৫৪), প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরক্ত সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক বিষয়াদি বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তাঁকে 'তিরস্কার' নামীয় লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ ফাল্গুন ১৪২৭/০৩ মার্চ ২০২১

নং **০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.২০.৯০**—যেহেতু, জনাব কাজী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন (পরিচিতি নং-১১৪০৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, ক্যাডার বহির্ভূত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক ১৪-০৯-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.২০.৩২৩ নং প্রজ্ঞাপনমূলে "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, জনাব কাজী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন (১১৪০৪) উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ মার্জনা করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ০৯-১২-২০২০ তারিখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আপিল আবেদন করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় হয়ে আপিল আবেদন মঞ্জুর করে দণ্ডাদেশ বাতিলের আদেশ প্রদান করেন।

০৩। সেহেতু, জনাব কাজী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন (১১৪০৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, ক্যাডার বহির্ভূত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০১ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১১.২০(বি.মা.)-৯৪**—১. যেহেতু, জনাব হুমায়ুন কবির (পরিচিতি নং-১৬৮১৮), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লৌহজং, জেলা-মুন্সিগঞ্জ গত ১১-১০-২০১৮ তারিখ হতে ০১-০৯-২০২০ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবপুর, জেলা-নরসিংদী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিবপুর উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-এর আওতায় বরাদ্দকৃত ৩১,২৭,০০০/-(একত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকার প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী তার মাধ্যমে উপজেলা চেয়ারম্যান বরাবর উপস্থাপন করলে তিনি উল্লিখিত প্রকল্প আরো স্পষ্টকরণের জন্য নথি ফেরৎ দেন, এতে কালক্ষেপণ হয় এবং প্রকল্প বাস্তাবয়ন না হয়ে টাকা ফেরৎ যায় অথচ সরকারের বরাদ্দকৃত এডিপির অর্থ যথাযথভাবে নিয়মমাফিক ব্যয় করা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দায়িত্ব, এক্ষেত্রে তিনি দায়িত্বে অবহেলা করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৫-১২-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১১.২০(বি.মা.)-৪১০ স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৭-১২-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২৪-০২-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা ড. মো: আমিনুর রহমান, এনডিসি (পরিচিতি নং-৬৩০১), পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বলেন অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে উল্লিখিত বক্তব্যই তাঁর বক্তব্য এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব হুমায়ুন কবির (পরিচিতি নং-১৬৮১৮) তাঁর নিজের দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে শিবপুর উপজেলা পরিষদের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আওতায় প্রকল্পের বাছাই কার্যক্রমসহ তা বাস্তবায়নের বিলম্ব হওয়ায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ১৫-০৩-২০২০ তারিখ: ৩৬২ নং স্মারকে উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, শিবপুর-কে দ্রুত প্রকল্প দাখিল ও বাস্তবায়নের জন্য তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়, উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প বাছাই কমিটির ০৪টি কার্যবিবরণী উপজেলা প্রকৌশলী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যম ছাড়াই চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শিবপুর এর নিকট উপস্থাপন করে চূড়ান্ত করেন, উল্লিখিত ০৪টি কার্যবিবরণীর প্রথম ০২টি তে বিভিন্নরূপ অসংলগ্নতা পাওয়া যায়, এডিপি'র আওতায় = ৬৮,৪৮,০০০/- টাকার বিপরীতে সর্বমোট ৪৭টি প্রকল্প গ্রহণ করলেও কোনো প্রকল্পের অধীন কত টাকা বরাদ্দ সে বিষয়ে কোনো উল্লেখ ছিলনা, প্রকল্প সুনির্দিষ্ট না হওয়া এবং প্রকল্প এলাকা উল্লেখ না করায় বরাদ্দকৃত অর্থ তছরুপ হবার সমূহ সম্ভাবনা তৈরী হয় যা ছিল সরকারি কোষাগারে অর্থ ফেরতে মূল কারণ, এছাড়া ১১.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছিল ০৯-০৬-২০২০ তারিখ এবং ৩০-০৬-২০২০ তারিখের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও দরপত্র প্রক্রিয়া

সম্পন্ন করে প্রকল্পের কাজ শেষ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না এবং উপজেলা পরিষদের জুন/২০২০ মাসের কার্যবিবরণী তাঁর দাপ্তরিক মেইলে পাওয়া যায় ২৮ জুন, ২০২০ তারিখ তখন আর কাজ বাস্তবায়নের যৌক্তিক সময় ছিল না, তাই তিনি বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন; এবং

৩। যেহেতু, উভয়পক্ষের বক্তব্য, নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের শিবপুর উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-এর আওতায় বরাদ্দকৃত ৩১,২৭,০০০/-(একত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকার প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ এবং নিয়মমাফিক ব্যয় করার বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত দায়িত্বে অবহেলার অসদাচরণের অভিযোগ অগ্রসর হওয়ার মত কোন ভিত্তি না থাকায় তিনি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য;

৪। সেহেতু জনাব হুমায়ুন কবির (পরিচিতি নং-১৬৮১৮), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবপুর, জেলা-নরসিংদী বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লৌহজং, জেলা-মুন্সিগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহের ওপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়ার মত কোনো ভিত্তি না থাকায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৭ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০২ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১০.২০(বি.মা.)-৯৭**—যেহেতু, জনাব সরদার মোস্তফা শাহিন (পরিচিতি নং-১৭১৬৬), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা-শরণখোলা, জেলা-বাগেরহাট গত ২৬-০৮-২০১৮ তারিখ হতে ১৪-০৯-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ০২-০৯-২০১৯ তারিখ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শেখ নুরুল ইসলামকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করেন, এ সময় তিনি নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিয়ে জরিমানার অর্থ পরে পরিশোধ করতে চাওয়ায় তিনি সজ্জীয় পুলিশ ফোর্স দ্বারা তাঁকে হাতকড়া পরান এবং গাড়িতে তোলেন, জরিমানার টাকা পরিশোধ করা হলে পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া, জেলা প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সমবেদনা প্রকাশকালে বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে পড়া, ঔদ্ধত্ব ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করা এবং কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য করে উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক এবং সুধীজনের কাছে ঐতিহ্যবাহী এ পদকে এবং পদধারীকে অগ্রাহ্য করার ধৃষ্টতা দেখানোর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৫-১২-২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০১০.২০(বি.মা.)-৪১২ স্মারকে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪-১২-২০২০ তারিখ লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ০২-০৩-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়, ব্যক্তিগত শুনানিকালে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ তানজিল্লুর রহমান (পরিচিত নং-১৬৬০১), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সাতক্ষীরা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বলেন অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীতে উল্লিখিত বক্তব্যই তার বক্তব্য এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সরদার মোস্তফা শাহিন (পরিচিতি নং-১৭১৬৬) তাঁর নিজের দাখিলকৃত লিখিত জবাব সমর্থন করে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ০২-০৯-২০১৯ তারিখ দুইজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়, দুইজনই অপরাধ স্বীকার করে নেন, একই অপরাধে দুইজন অপরাধীর একজনকে শাস্তি প্রদান ও অন্যজনকে অব্যাহতি দেওয়ার কোনো সুযোগ না থাকায় দুইজনকেই একই দণ্ড প্রদান করা হয়, উপস্থিত পরিস্থিতি বিবেচনায় আইন সম্মত আদেশ দিয়েছেন মাত্র, একজন তাৎক্ষণিক জরিমানার অর্থ পরিশোধও করেন কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধা অর্থ দণ্ড পরিশোধ না করে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' পদবির ব্যবহার করে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করতে গড়িমসি করতে থাকেন ও কালক্ষেপণ করতে থাকেন, তখন পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ তাঁকে গাড়িতে উঠতে অনুরোধ করলে সেটাও তিনি অস্বীকার করেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সজ্জীয় পুলিশ ফোর্স তাকে গাড়িতে তোলেন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় আইন সম্মত আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতির শ্রেষ্ট সন্তান বিবেচনায় জেলা প্রশাসক আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়ে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসানের লক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও তারা জেলা প্রশাসকের সাথে উদ্ধত আচরণ ও অভিযুক্তের পিতাকে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বলাসহ নানা কটুক্তি করায় উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, জেলা প্রশাসক-কে অসম্মান করায় ও তাঁর পিতাকে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বলাসহ প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ায় তিনি কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে বক্তব্য প্রদান করেন, তাই তিনি বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন; এবং

৩। যেহেতু, উভয়পক্ষের বক্তব্য, নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনের কোনো ব্যত্যয় হয়নি বরং তাঁর বীর মুক্তিযোদ্ধা পিতাকে দণ্ডিত বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বলে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে চরম অশিষ্ট আচরণ করায় কিছুটা আবেগপ্রবণ আচরণ করা তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল বিধায় তিনি বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য; এবং

৪। সেহেতু, জনাব সরদার মোস্তফা শাহিন (পরিচিতি নং-১৭১৬৬), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালিগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা বর্তমানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শরণখোলা, জেলা-বাগেরহাট-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগসমূহের ওপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়ার মত কোনো ভিত্তি না থাকায় তাঁকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

শৃঙ্খলা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৮ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৯.২০(বিমা)-৯৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর: ১৫৬১১), প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পিরোজপুর (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) এর বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পিরোজপুর হতে ২০-০১-২০২০ খ্রি: তারিখে অবমুক্ত হওয়ার পর ৩০(ত্রিশ) দিন অননুমোদিত অনুপস্থিত থেকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হিসেবে ১৯-০২-২০২০ তারিখে যোগদান করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক ২৩-১২-২০২০ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী কেন তাঁকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড আরোপ করা হবে না তার সন্তোষজনক লিখিত জবাব উক্ত বিধিমালার ৭(১)(খ) বিধি মোতাবেক অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় এবং তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও তাঁর লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়; এবং

যেহেতু, তিনি ১০-০১-২১ তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ করলে সে মোতাবেক ২৪-০২-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, শুনানিতে সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা জনাব মো: জাকির হোসেন (পরিচিতি নম্বর: ১৫৪১৮), উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর: ১৫৬১১) পূর্বের প্রদত্ত তার লিখিত বক্তব্য সমর্থন করে বলেন যে অসুস্থতার কারণে বদলি/পদায়নকৃত পদে যোগদান করতে বিলম্ব ঘটেছে আর তিনি হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে একজন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র দাখিল করেছেন এবং যে ব্যবস্থাপত্রে তাকে ০৪ (চার) সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দেয়া হয়েছে মর্মে দেখা গেছে। আর তিনি অসুস্থতার বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করতে পারতেন যা তিনি করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি অসুস্থতার কারণে পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হওয়ার দাবী করে তার বদলি/পদায়নকৃত পদে যোগদানে অনাকাঙ্খিত বিলম্বের জন্য দু:খ প্রকাশ করেন;

সেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনায় জনাব মোঃ সেতাফুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর: ১৫৬১১) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনানি পর্যায়েই সুপ্রমাণিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করে অসুস্থতার কারণে যুক্তিসংগত অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক 'তিরস্কার' সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো যখন তার অনুপস্থিতিকাল অননুমোদিত অনুপস্থিতি হিসেবে গণ্য করা হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৩ (শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ আষাঢ় ১৪২৬/২৩ জুন ২০১৯

নং **০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৩৩.১০(অংশ-১)-৩৯১**— যেহেতু, বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারেরর কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন, সহকারী পরিচালক (সহকারী কমিশনার), নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা-কে হযরত শাহজালাল আন্তজার্তিক বিমান বন্দরের গুদাম থেকে স্বর্ণ অপসারণের অভিযোগে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ১৩-০৪-২০১৩ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৩৩.১০.২১৭ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), ১৯৮৫ এর বিধি-৪ (৩)(সি) মোতাবেক চাকুরী হতে অপসারণ (removal from service) করা হয়;

০২। যেহেতু, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে জনাব মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকায় মামলা নং-৩৬/২০১৭ দায়ের করেন। উক্ত মামলায় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল হতে ২১-১১-২০১৭ তারিখে নিম্নরূপ রায় প্রদান করা হয়;

That the A.T. case being no. 36 of 2017 is allowed on contest against the opposite parties without any order as to costs.

That the impugned removal order dated 23-04-2013 is hereby set aside. The opposite parties are directed to reinstate the petitioner in service with all attending financial benefits in regard to his service as admissible in law.

০৩। যেহেতু, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের উক্ত রায় চাকুরিচ্যুত কর্মকর্তার পক্ষে গেলে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপীল মামলা নং-২৫/২০১৮ দায়ের করা হয়। প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলা শুনানীঅন্তে ১৭-০৭-২০১৮ তারিখে নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করা হয় :

In the result, the appeal is disallowed on contest against the respondent. The judgment and order dated 21-11-2017 passed by the Administrative Tribunal-1, Dhaka, in A.T. Case NO. 36 of 2017 is hereby affirmed.

০৪। যেহেতু, প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনাল এ.এ.টি ২৫/২০১৮ এর রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনে সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল দায়েরের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪-১১-২০১৮ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৮. ২৭.০৩৩.১০(অংশ-১)-৬৯১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হলে আইন ও বিচার বিভাগ হতে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করা হয় :

"অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ০৪-১১-২০১৮ তারিখের ০৮.০০. ০০০০.০৩৮.২৭.০৩৩.১০(অংশ-১)-৬৯১ সংখ্যক পত্রের বিষয়ে উভয় ট্রাইব্যুনালের রায় ও আদেশ যথেষ্ট আইন ও তথ্য নির্ভর। ফলে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকার এএটি ২৫/২০১৮ মামলার রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লীভ-টু-আপীল দায়ের করা হলে, তা আইনত: গ্রহণযোগ্য হবার বা ফল লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অধিকন্তু অহেতুক রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সময়ের অপচয় হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এ অবস্থায়, এএটি ২৫/২০১৮ মামলার ১৭-০৭-২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে লীভ-টু-আপীল দায়ের না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে"।

০৫। যেহেতু, কথিত স্বর্ণ অপসারণের অভিযোগে দায়েরি বিশেষ জজ আদালত-৬, ঢাকা এর বিশেষ মামলা নং ১৮/২০১১-তে উক্তরূপ অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় জনাব মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন-কে এরূপ অভিযোগের দায় হতে খালাস প্রদান করা হয়।

০৬। যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকার এ.টি মামলা নং-৩৬/২০১৭ এর ২১-১১-২০১৭ তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন, সহকারী পরিচালক (চাকরি হতে অপসারণকৃত), নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), ঢাকাকে ২৩-০৪-২০১৩ তারিখ হতে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করাসহ আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সকল সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৭। সেহেতু, বিজ্ঞ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ ঢাকা এর এ.টি মামলা নং-৩৬/২০১৭ এর ২১-১১-২০১৭ তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ২৩-০৪-২০১৩ তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৮.২৭.০৩৩.১০.২১৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহারপূর্বক বিসিএস (শুল্ক ও আবগারী) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ছালাউদ্দিন রিপন, সহকারী পরিচালক (সহকারী কমিশনার), নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), ঢাকাকে ২৩-০৪-২০১৩ তারিখ হতে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো।

০৮। তিনি আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সকল সুযোগ-সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৬ ফাল্গুন ১৪২৭/১১ মার্চ ২০২১

নং **৫৩.০০.০০০০.৪১১.২৪.০০১.২০-১৯৭**—বাংলাদেশে বীমা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক একচ্যুয়ারি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২ বছর মেয়াদী মাস্টার্স প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হ'ল :

আহবায়ক

১. সিনিয়র সচিব/সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২. চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ)

৩. অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৪. ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, জীবন বীমা কর্পোরেশন

৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

৬. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশন

৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্ট্যাডিজ এর ডিন/মনোনিত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৮. যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) এ বৃত্তি প্রোগ্রোমের আওতায় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়নসহ নীতিগত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা হতে প্রার্থী চূড়ান্তকরণ;

(গ) বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত বৃত্তিপাপ্ত চূড়ান্ত প্রার্থীদের টিউশন ফি, বিমান ভাড়া, দেশভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য অ্যালাউন্সসহ যুক্তিসংগত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ।

নং **৫৩.০০.০০০০.৪১১.২৪.০০১.২০-১৯৮**—বাংলাদেশে বীমা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক একচ্যুয়ারি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২ বছর মেয়াদী মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য নিম্নরূপ বাছাই কমিটি গঠন করা হ'ল :

আহবায়ক

১. অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২. সদস্য/নির্বাহী পরিচালক, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩. যুগ্মসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

৪. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব/উপসচিব পদমর্যাদার)

৫. পরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি

৬. জীবন বীমা কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি (জিএম পদমর্যাদার)

৭. সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি (জিএম পদমর্যাদার)

৮. বাংলাদেশ ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি

৯. সনদপ্রাপ্ত একজন একচ্যুয়ারি

সদস্য-সচিব

১০. উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) বাছাই কমিটি প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইকরণ;

(খ) বাছাইকৃত প্রার্থীদের মধ্য হতে স্টিয়ারিং কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য সুপারিশ;

(গ) প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহিদ হোসেন
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ ফাল্গুন ১৪২৭/০৩ মার্চ ২০২১

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.১৬৯.১৮-১০৫**—যেহেতু, বেগম মুক্তা রানী সরকার, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নিজ বেতনে), রাজাপুর, ঝালকাঠি ৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারে ০৭-০৮-২০১৪ খ্রি. তারিখে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন। এ কর্মকতা বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি গত ২২-০১-২০১৮ তারিখ থেকে ০৫-০২-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ১৫ (পনের) দিনের শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ভোগের জন্য কর্মস্থল ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে অসুস্থতার কারণে ডাক্তারের পরামর্শ মতে ০২ (দুই) মাসের পূর্ণ বিশ্রামের জন্য অর্জিত ছুটি চেয়ে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করেন। ০২ (দুই) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পুনরায় ০১ (এক) মাসের পূর্ণ বিশ্রামের জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝালকাঠি বরাবর অর্জিত ছুটির জন্য আবেদন করেন। উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান না করায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঝালকাঠি কর্তৃক তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক তাঁকে একই কারণে কারণ দর্শানো হয়। পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করত: ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি কোনো প্রকার জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, তাঁর এই অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ এর (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ এনে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তাঁর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। তিনি কোনো প্রকার লিখিত জবাব প্রদান করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানি চাননি। ফলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও (গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, বেগম মুক্তা রানী সরকার, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নিজ বেতনে), রাজাপুর, ঝালকাঠি এর বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে কেন গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোনো প্রকার জবাব দাখিল করেননি; এবং

যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও (গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর (৩) (ঘ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনকে অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একই বিধি ৪ এর (৩) (ঘ) অনুযায়ী অভিযুক্তকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal From Service) করার প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

সেহেতু, বেগম মুক্তা রানী সরকার, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (নিজ বেতনে), রাজাপুর, ঝালকাঠি-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও (গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধি ৪ এর (৩)(ঘ) অনুযায়ী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনক্রমে তাঁকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service) করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ ফাল্গুন ১৪২৭/১০ মার্চ ২০২১

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.০৮৭.১৯-১৪৪**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএসএস-১০২১৫৬ ক্যাপ্টেন মোঃ তাজমিলুর ইসলাম, এএমসি-কে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস্) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ০৩ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০৪৭.১৯.৬২**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	কসবা	৭৬	২২৭৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৪৭৩৩/০৯ নম্বর রীট দায়ের থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ১১৯৩ ও ১৫৩১ নম্বরসহ মোট ০২টি খতিয়ান ব্যতীত।

তারিখ : ০৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৯.১৪(অংশ-১).৬৩**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	সম্বন্ধকাঠী	৮১	১০৬৩	সারসা	যশোর
২	ভবারবেড়	৮৮	১০৫১	সারসা	যশোর
৩	সাতবাড়িয়া	২	১০৭০	কেশবপুর	যশোর
৪	বিষয়খালী	১১০	১২৯০	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
৫	খাড়াশানী	১৪১	১১৫৩	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
৬	দোগাছি	১৯৬	১৪৩৮	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
৭	পূর্ব্ব তেঁতুলবাড়িয়া	১৯৯	৭১৪	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
৮	নারিকেলবাড়ীয়া	২০৮	৭৫২	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
৯	হরিণাকুন্ড	২৮	৫০৩৮	হরিণাকুন্ড	ঝিনাইদহ
১০	জলিলপুর	১১০	২৩২২	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
১১	শ্যামনগর	১৫১	৭৫৮	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
১২	বনখলিশাখালী	১৮৭	৭৫৫	নড়াইল সদর	নড়াইল
১৩	চরসুচাইল	১৪৩	৪২৮	লোহাগড়া	নড়াইল
১৪	চরছাতিয়ানি পশ্চিমখন্ড	২৭	১৯২	মহম্মদপুর	মাগুরা

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৭.১৩.৬৫**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	সাতেজ্ঞা	১৩	১০৬৫	ভালুকা	ময়মনসিংহ

তারিখ : ২৩ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৮ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৮.১৫(অংশ-১).৭৯**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	মধুখালী	৩১	১১৯৮	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
২	সোনাতলা	৩৬	১৬০৪	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
৩	সাহেবের চন	১৪	১৩৭১	মুলাদী	বরিশাল
৪	ভগবন্তপুর	২০০	৩২৯	গোদাগাড়ী	রাজশাহী
৫	হরিশংকরপুর	২৪০	৩৭৪	গোদাগাড়ী	রাজশাহী
৬	ভাটপাড়া আরাজি	৩১৬	৫৭১	গোদাগাড়ী	রাজশাহী
৭	নয়া খরিদাবাবুপুর	৩১১	৫২	গোদাগাড়ী	রাজশাহী
৮	খানপুর	১৮৭	৩০৭	বাঘা	রাজশাহী
৯	উদপুর	১৮১	১০০৩	বাঘা	রাজশাহী

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০১০.১৭.৮০**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	সুলতানপুর উত্তর	৫৫	৫৪৯	মাধবপুর	হবিগঞ্জ
২	আরজপুর	১৫১	২৫৫	মাধবপুর	হবিগঞ্জ
৩	উত্তর রামপুর	২৯	৬৩৬	বিশ্বম্বরপুর	সুনামগঞ্জ
৪	মশালঘাট	৪৫	৪৮৯	বিশ্বম্বরপুর	সুনামগঞ্জ
৫	নয়াবারুক্কা	৪৮	৫৬১	বিশ্বম্বরপুর	সুনামগঞ্জ
৬	কাচিরগাতি	২২	১৩৪৯	বিশ্বম্বরপুর	সুনামগঞ্জ
৭	মুক্তিখোলা	৩৪	১৮১১	বিশ্বম্বরপুর	সুনামগঞ্জ
৮	বরমুহা	২৯	৫৬৭	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
৯	ব্রাহ্মণগাঁও	৫০	১১২৯	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ
১০	টিপরাছড়া টি গার্ডেন	১০৭	১/২	শ্রীমঙ্গল	মৌলভীবাজার
১১	দলইরগাঁও	৬৭	১৯৫৪	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট

তারিখ : ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৯ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০৬৩.১৯.৮১**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	তৈয়বপুর	১৯৬	২৩২	ডুমুরিয়া	খুলনা	
২	বাগদাড়ি	১৫৮	১৩১	ডুমুরিয়া	খুলনা	
৩	ভান্ডারপোল	১৮	১৬৪৬	কয়রা	খুলনা	
৪	হোগলা	৩৪	২৩৭	কয়রা	খুলনা	
৫	মেঘের আইট	৬৪	২৩৫	কয়রা	খুলনা	
৬	শ্রীরামপুর	৫৭	২০৭	কয়রা	খুলনা	
৭	কালনা	৬৬	৭৩৫	কয়রা	খুলনা	
৮	পাইকগাছা	১১২	৭৯১	পাইকগাছা	খুলনা	
৯	মাগুরা দেলুটী	১৫৫	৮৩২	পাইকগাছা	খুলনা	
১০	পানিয়া	১৬৭	১৪৬৫	কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ৯৫২৩/১২, ৯৬১১/১২ ও ৯৬১২/১২ নম্বর রিট মামলা দায়ের থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ৯৩৩, ৯৬৭, ৯৬৮ ও ৯৬৯ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।
১১	জাফরপুর	১৯২	১১৯৬	কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা	
১২	ফকরাবাদ	৭৭	২৪৪৯	আশাশুনি	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৩৫৮২/১৫ নম্বর রিট মামলা দায়ের থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ১৫৯, ১৮৫, ২০৭, ১০৮৫ ও ১৯৮৩ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।
১৩	কেয়ারগাঁতী	৭৫	১২০৬	আশাশুনি	সাতক্ষীরা	
১৪	সোনাডাঙ্গা	৭৮	৪৪১	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট	
১৫	গোবরদিয়া	১৫৭	১২০৭	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট	
১৬	বর্নি	৫	৫৫৮	রামপাল	বাগেরহাট	
১৭	টেংরাখালী	২১	২৮০	রামপাল	বাগেরহাট	
১৮	চাঁদপুর	৪১	৭৭০	রামপাল	বাগেরহাট	
১৯	উজালকুর	৪২	৮৬৯	রামপাল	বাগেরহাট	
২০	বালিয়াঘাটা	৪৬	৯২	রামপাল	বাগেরহাট	
২১	সোনাতুনিয়া	৪৭	৬২২	রামপাল	বাগেরহাট	
২২	কিসমত কুমলাই	৭৪	৪২৪	রামপাল	বাগেরহাট	
২৩	সরাপপুর	৮৯	১৫৩	রামপাল	বাগেরহাট	
২৪	সগুনা	৯৪	৪৪৪	রামপাল	বাগেরহাট	
২৫	তিওরকুরি	১০৭	১৪৭	রামপাল	বাগেরহাট	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০১ শাখা

আদেশ

তারিখ : ০৯ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৭.১৯.৩০**—যেহেতু, জনাব মোঃ বাবুল সরকার (পরিচিতি নং-১৩০৭২), সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাদারীপুর (বর্তমানে সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বান্দরবান পার্বত্য জেলা) এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ১০/২০১৯ রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০৪-০৭-২০১৯ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৭.১৯.১১৩ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি ১৪-০৮-২০১৯ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০-১২-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তাসহ সরকার পক্ষের জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা উপস্থিত ছিলেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ বাবুল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কৈফিয়তের জবাব ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানি সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় অভিযোগের বিষয়ে আরো অগ্রসরের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব মোঃ আবদুল কাদির, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০৭-০৬-২০২০ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ বাবুল সরকার, সহকারী পরিচালক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় জনাব মোঃ বাবুল সরকার-এর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনাপূর্বক জনাব মোঃ বাবুল সরকারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হল;

সেহেতু, জনাব মোঃ বাবুল সরকার, সহকারী পরিচালক এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। জনাব মোঃ বাবুল সরকার (পরিচিতি নং-১৩০৭২) এর বর্তমান বেতন স্কেল ৯ম গ্রেড (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) এবং মূল বেতন ২৬,৭৬০/-টাকা। অবনমিত ধাপে বর্তমান বেতন স্কেলে তাঁর মূল বেতন হবে ২২,০০০/-টাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ শহিদুজ্জামান
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ ফাল্গুন ১৪২৭/০৮ মার্চ ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৫.২০.০২০.২০-১০৯**—বিগত ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ খ্রি. তারিখে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রি. তারিখে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি. তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যগণ যথাযথ দায়িত্ব পালন করায় তাদেরকে "সংসদীয় নির্বাচন ডিসেম্বর, ২০০৮", "সংসদীয় নির্বাচন জানুয়ারি ২০১৪" ও "সংসদীয় নির্বাচন ডিসেম্বর, ২০১৮" নামে একটি করে পদক ও রিবন প্রদান করা হলো। পদকের ও রিবনের বিবরণী ও প্রাপ্তির যোগ্যতা নিম্নরূপ :

১। (ক) (১) পদকের নাম : "সংসদীয় নির্বাচন ডিসেম্বর, ২০০৮"

(২) প্রাপ্তির যোগ্যতা : ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে যে সকল পুলিশ সদস্য নির্বাচন কাজে তালিকাভুক্ত ছিলেন।

(খ) "সংসদীয় নির্বাচন ডিসেম্বর, ২০০৮" পদক এর গঠন :

(১) সাদা সংকর ধাতু দ্বারা তৈরি হবে।

(২) আকৃতি ষড়ভুজ হবে এবং দুই বিপরীত কোণ মধ্যবর্তী ৩৫ মিঃ মিঃ হবে।

(৩) সম্মুখভাগে একটি বর্গাকৃতি ব্যালট বাক্সের ছিদ্রে ভাঁজ করা ব্যালট পেপার অর্ধাংশ উৎকীর্ণ থাকবে।

(৪) সম্মুখভাগে সংসদীয় নির্বাচন এবং নিম্নাংশে জুন, ২০০৮ উৎকীর্ণ থাকবে।

(৫) পশ্চাৎদিক মধ্যভাগে সংসদ ভবন এবং উপরে বাংলাদেশ উৎকীর্ণ থাকবে।

(গ) "সংসদীয় নির্বাচন ডিসেম্বর, ২০০৮" পদকের রিবন: রিবনের প্রস্থ ৩০ মিঃ মিঃ হবে। রিবনের মধ্যভাগ সাদা, তার উভয় পাশে সবুজ গাঢ় খয়েরী এবং দুই পাশে অর্থাৎ খায়েরী রং এর উভয় পাশে লাল রং হবে। প্রত্যেক রং এর প্রস্থ সমান অর্থাৎ ৬ মিঃ মিঃ করে হবে।

(ঘ) পদকের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতি : এই পদক সংবিধান পদক এর কনিষ্ঠ হবে এবং পোশাকে সংবিধান পদক এর পরবর্তী কনিষ্ঠ স্থানে পরিধান করতে হবে। রিবন পরিধানের ক্ষেত্রেও একই জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকবে।

(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ এর সদস্যগণ নিজ নিজ পদক সংগ্রহ করবেন।

২। (ক) (১) পদকের নাম : "সংসদীয় নির্বাচন জানুয়ারি, ২০১৪"

(২) প্রাপ্তির যোগ্যতা : ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ সালে যে সকল পুলিশ সদস্য নির্বাচন কাজে তালিকাভুক্ত ছিলেন।

(খ) "সংসদীয় নির্বাচন জানুয়ারি, ২০১৪" পদক এর গঠন :

(১) সাদা সংকর ধাতু দ্বারা তৈরি হবে।

(২) আকৃতি ষড়ভুজ হবে এবং দুই বিপরীত কোণ মধ্যবর্তী ৩৫ মিঃ মিঃ হবে।

(৩) সম্মুখভাগে একটি বর্গাকৃতি ব্যালট বাক্সের ছিদ্রে ভাঁজ করা ব্যালট পেপার অর্ধাংশ উৎকীর্ণ থাকবে।

(৪) সম্মুখভাগে সংসদীয় নির্বাচন এবং নিম্নাংশে জানুয়ারি, ২০১৪ উৎকীর্ণ থাকবে।

(৫) পশ্চাৎদিক মধ্যভাগে সংসদ ভবন এবং উপরে বাংলাদেশ উৎকীর্ণ থাকবে।

(গ) "সংসদীয় নির্বাচন জানুয়ারি, ২০১৪" পদকের রিবন: রিবনের প্রস্থ ৩০ মিঃ মিঃ হবে। রিবনের মধ্যভাগ সাদা, তার উভয় পাশে লাইট গ্রে রং এবং দুই পাশে অর্থাৎ লাইট গ্রে রং এর উভয় পাশে গাঢ় লাল রং হবে। প্রত্যেক রং এর প্রস্থ সমান অর্থাৎ ৬ মিঃ মিঃ করে হবে।

(ঘ) পদকের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতি : এই পদক সংবিধান পদক এর কনিষ্ঠ হবে এবং পোশাকে সংবিধান পদক এর পরবর্তী কনিষ্ঠ স্থানে পরিধান করতে হবে। রিবন পরিধানের ক্ষেত্রেও একই জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকবে।

(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ এর সদস্যগণ নিজ নিজ পদক সংগ্রহ করবেন।

৩। (ক) (১) পদকের নাম : "সংসদীয় নির্বাচন ডিসেম্বর, ২০১৮"

(২) প্রাপ্তির যোগ্যতা : ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে যে সকল পুলিশ সদস্য নির্বাচন কাজে তালিকাভুক্ত ছিলেন।

(খ) "সংসদীয় নির্বাচন ডিসেম্বর, ২০১৮" পদক এর গঠন :

(১) সাদা সংকর ধাতু দ্বারা তৈরি হবে।

(২) আকৃতি ষড়ভুজ হবে এবং দুই বিপরীত কোণ মধ্যবর্তী ৩৫ মিঃ মিঃ হবে।

(৩) সম্মুখভাগে একটি বর্গাকৃতি ব্যালট বাক্সের ছিদ্রে ভাঁজ করা ব্যালট পেপার অর্ধাংশ উৎকীর্ণ থাকবে।

(৪) সম্মুখভাগে সংসদীয় নির্বাচন এবং নিম্নাংশে ডিসেম্বর, ২০১৮ উৎকীর্ণ থাকবে।

(৫) পশ্চাৎদিক মধ্যভাগে সংসদ ভবন এবং উপরে বাংলাদেশ উৎকীর্ণ থাকবে।

(গ) "সংসদীয় নির্বাচন ডিসেম্বর, ২০১৮" পদকের রিবন: রিবনের প্রস্থ ৩০ মিঃ মিঃ হবে। রিবনের মধ্যভাগ সাদা, তার উভয় পাশে হালকা গোলাপী রং এবং দুই পাশে অর্থাৎ গোলাপী রং এর উভয় পাশে গাঢ় লাল রং হবে। প্রত্যেক রং এর প্রস্থ সমান অর্থাৎ ৬ মিঃ মিঃ করে হবে।

(ঘ) পদকের ক্রমিক মান ও পরিধান পদ্ধতি : এই পদক সংবিধান পদক এর কনিষ্ঠ হবে এবং পোশাকে সংবিধান পদক এর পরবর্তী কনিষ্ঠ স্থানে পরিধান করতে হবে। রিবন পরিধানের ক্ষেত্রেও একই জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকবে।

(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ এর সদস্যগণ নিজ নিজ পদক সংগ্রহ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা জেস্‌মিন
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপনমূহ

তারিখ : ১৭ ফাল্গুন ১৪২৭/০২ মার্চ ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-১৫৩**—রংপুর জেলার কোতয়ালী থানার মামলা নং-২১, তারিখ : ০৬-১১-২০১৬ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-১৫৪**—গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার মামলা নং-১৫১, তারিখ : ২৮-০২-২০১৫ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১১/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-১৫৫**—নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা মডেল থানার মামলা নং-৬১, তারিখ : ২৪-০৯-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/৮/৯/১০/১২/১৩/১৪ ধারার অপরাধে জড়িত।

০২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পার-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৫.১৪২.০২৭.০০.০০.০০৩.২০১৬-১৬৬**—যেহেতু ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ বনিক (৩৭২৩০), মেডিকেল অফিসার (এসওপিডি), চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম গত ০১-০৬-২০১১ খ্রি. তারিখ হতে ১৪-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত একনাগাড়ে ০৮ (আট) বছরের অধিককাল চাকরি হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু গত ৩১-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখে তার চাকরিতে অনুপস্থিতিকাল ধারাবাহিকভাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু Fundamental Rules এর F.R. 18 মোতাবেক তার চাকুরী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে। ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ বনিক (৩৭২৩০)-এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ০১-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখ হতে তার চাকুরীর অবসান কার্যকর হবে। গত ০১-০৬-২০১১ খ্রি. তারিখ হতে তিনি কোনো ধরনের আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না। উক্ত তারিখ হতে কোনো বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করা হলে তা সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী আদায়যোগ্য হবে।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আবদুল মান্নান
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১১ ফাল্গুন ১৪২৭/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১১.২০২০-১৪৩**—জনাব মোঃ ফোরকান আহমেদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা কর্তৃক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, জেলা-বরগুনা, ২টি প্যাকেজে অকেজো যানবাহন/যন্ত্রপাতি তথা নিলামে বিক্রয়ের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে পিআরএল ভোগরত সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন-কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন করেছেন। তিনি বিধি-বহির্ভূতভাবে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলীকে পাশ কাটিয়ে নিলাম কার্যক্রমের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও দরপত্র দলিল প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মেকানিক্যাল ফোরম্যান জনাব বিনয় কুমার ঘোষ-কে নথি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। জনাব ফোরকান আহমেদ খানের প্রশ্রয়ে মেকানিক্যাল ফোরম্যান জনাব বিনয় কুমার ঘোষ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে বর্ণিত নিলামে তার ভাইয়ের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স বিপ্লব এন্টারপ্রাইজ-কে সর্বনিম্ন দরদাতা করে তার অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানে সহায়তা করেছেন, বর্ণিত যন্ত্রপাতি/

যানবাহন দেওয়ার আশ্বাসে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে জনাব আসাদুজ্জামান রিপন এর নিকট থেকে ৬৪,৭৫,০০০/- (চৌষট্টি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা গ্রহণ করেছেন এবং নিলামের সিডিউল বহির্ভূত রোলার নং-BGN-RLV-08-008; BW-177 কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে উক্ত রোলার বিক্রয়ের অর্থ পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাৎ করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতি পরায়ণতার অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

জনাব মোঃ ফোরকান আহমেদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব ও সংযুক্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় জনাব মোঃ ফোরকান আহমেদ খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, বরগুনা এর বিরুদ্ধে অদক্ষতা, সুপারভিশন ও মনিটরিং এর অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) এর বিধান মোতাবেক তাকে "তিরস্কার দণ্ড" আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১২ ফাল্গুন ১৪২৭/২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১২.২০২০-১৪৭**—জনাব মোঃ হোসেন আলী মীর, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, বরগুনা; বরগুনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের ২টি প্যাকেজে অকেজো যানবাহন/যন্ত্রপাতি নিলামে বিক্রয়ের জন্য দরপত্র দাতাগণের সপক্ষে বায়না হিসেবে ভূয়া/জাল পে-অর্ডার দাখিল করা হলেও তিনি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে নিলাম মূল্যায়নের পূর্বে দাখিলকৃত টেন্ডার সিকিউরিটি যাচাই-বাছাই না করে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে উক্ত দপ্তরের মেকানিক্যাল ফোরম্যান জনাব বিনয় কুমার ঘোষের ভাই মেসার্স বিপ্লব এন্টারপ্রাইজের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেছেন এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পাদনোত্তর নিলামের মালামাল সরবরাহের সময় গেট পাশ স্বাক্ষর করেছেন। উক্ত অভিযোগ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন কমিটির দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, বরগুনা জনাব মোঃ হোসেন আলী মীর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। জনাব মোঃ হোসেন আলী মীর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় জনাব মোঃ হোসেন আলী মীর, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, বরগুনা-কে একই বিধিমালার ৪(২)(ক)-এ উল্লিখিত বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার দণ্ড" এবং ৪(২)(খ) এর বিধি অনুযায়ী "০২ (দুই) বৎসরের জন্য পদোন্নতি স্থগিত" দণ্ড আরোপ করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৮ ফাল্গুন ১৪২৭/০৩ মার্চ ২০২১

নং **৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৫.২০২০-১৫৯**—(১) কাজী আবু সাঈদ মোঃ জসীম, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা-মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালনের লক্ষ্যে ৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত উপজেলা কমিটির প্রস্তুতিমূলক সভায় যথাসময়ে নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও অনুপস্থিত ছিলেন। এমনকি উক্ত সভায় তার দপ্তরের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না। তাকে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ উপ-কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হলেও অসুস্থতাজনিত কারণে উক্ত দায়িত্ব পালনে সম্ভবপর হবে না বলে গত ১০ আগস্ট ২০২০ তারিখে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। তিনি প্রায়শ তার উপর অর্পিত সরকারি দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকেন মর্মে অভিযোগ আছে। বিগত ০৬-০৫-২০২০ তারিখে তাকে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক দুর্যোগকালীন ত্রাণসামগ্রী বিতরণের নিমিত্ত ট্যাগ অফিসার হিসেবে ১১নং বড়মাছুয়া ইউনিয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও তিনি উক্ত দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকেন এবং উক্ত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন না মর্মে ২৯-০৬-২০২০ তারিখের পত্রে জানিয়ে দেন।

(২) উল্লিখিত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে ০০৫/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। কাজী আবু সাঈদ মোঃ জসীম, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা-মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি তার মায়ের ক্যান্সার থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণের কথা উল্লেখ করেন। এ জন্য তিনি শোক দিবসের সকল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এছাড়াও তার এ্যাজমেটিক সমস্যা ছিল। তিনি ১৫ আগস্ট-এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ট্যাগ অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সামগ্রিক বিষয়াবলী বর্ণনাসহ সদয় বিবেচনার জন্য তাকে উক্ত অভিযোগসমূহ থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

(৩) এমতাবস্থায়, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগের সত্যতা আংশিক প্রমাণিত হওয়ায় কাজী আবু সাঈদ মোঃ জসীম, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা-মঠবাড়ীয়া, জেলা-পিরোজপুর-কে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধিতে "তিরস্কার দণ্ড" আরোপ করা হলো এবং তাকে তার বর্তমান কর্মস্থল হতে অন্যত্র বদলীর জন্য প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডিকে নির্দেশনা প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

অফিস আদেশ

তারিখ : ০২ ফাল্গুন ১৪২৭/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩১.১৬-৭০**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর সরকার, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকাকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ০৯-১০-২০১৬ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১১.১৯.২০১.১৩/৩৪৩ নম্বর স্মারকে সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা হতে খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১, খুলনায় পদায়ন করা হলে তিনি খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১ এ যোগদান না করায় গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ২২-১১-২০১৬ তারিখের ২৫.৩৬.০০০০.২১১.১৯.২০১.১৩-৪২৫ নম্বর স্মারকে স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আপনি কোনো জবাব দাখিল করেননি।

০২। যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর সরকার, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকা, টিভি চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়াতে ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছেন। সে কারণে গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ১৩-১০-২০১৬ তারিখের স-৩পি-২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৩.৩০১/১৬-৮৮৯/২ নম্বর স্মারকে স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আপনি কোনো জবাব দাখিল করেননি। উক্ত অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০৮-১২-২০১৬ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩০.১৬-৪৩০ নম্বর স্মারকে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ২৭/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলায় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবের আলোকে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণান্তে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর সরকার-কে সাভার গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা থেকে খুলনা গণপূর্ত বিভাগে পদায়ন আদেশ জারির পূর্বেই তিনি অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ও পরামর্শমতে বিশ্রামে থাকার জন্য ০৯-১০-২০১৬ থেকে ২১-০৩-২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত অর্জিত ছুটি ভোগ করেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁর অর্জিত ছুটি মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। কাজেই জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর সরকার এর পক্ষে অসুস্থতার কারণে চিকিৎসাজনিত অর্জিত ছুটি ভোগরত অবস্থায় পদায়নকৃত কর্মস্থল খুলনা গণপূর্ত বিভাগ, খুলনায় যোগদান করার সুযোগ ছিল না। ফলে জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর সরকার এর বিরুদ্ধে আনীত প্রথম অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তরের ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য পত্রিকা, টিভি চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়ায় ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্টতার কোন তথ্য প্রমাণ রাষ্ট্রপক্ষ দাখিল করতে পারেনি। তদন্তকারী কর্মকর্তা আরও উল্লেখ করেন যে, জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর সরকার এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত দু'টি অভিযোগের কোনো অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

০৪। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর সরকার, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত পেকু বিভাগ, ঢাকা এর নথি, দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে একমত পোষণ করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আলী আকবর সরকার, উপ সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত পেকু বিভাগ, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ২৭/২০১৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭/০১ মার্চ ২০২১

নং **৩৯.৫০২.০০০০.০০৭.২২.০০৯.১৭-৩২**—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৯ নং আইন) এর ৭ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্টের সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ভাইস-চেয়ারম্যান

(খ) সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(গ) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(ঘ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

(ঙ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

(চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(ছ) অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি

(জ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।

(ঝ) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর একজন সদস্য।

(ঞ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

(ট) (১) চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

(২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

(ঠ) (১) ড. নাজমুন নাহার করিম, সদস্য পরিচালক (প্রাণিসম্পদ) (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা।

(২) ডঃ এ এস এম আলমগীর, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মেডিকেল এন্টোমলজী বিভাগ), আইইডিসিআর, মহাখালী, ঢাকা।

(ড) (১) অধ্যাপক ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(২) অধ্যাপক ড. ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(ঢ) মহাপরিচালক, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

২। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যগণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১-এর ৮ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

৩। ক্রমিক নং (ট), (ঠ) ও (ড) এ মনোনীত সদস্যগণ তাদের মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

৪। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক ট্রাস্টি বোর্ডের প্রশাসনিক ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো। পরবর্তী প্রজ্ঞাপন জারি না করা পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাসুদুর রহমান বিশ্বাস
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
গবেষণা-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ ফাল্গুন ১৪২৭/১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯-৫৩**—যেহেতু, মৃত্তিকা উর্বরতা ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) এবং ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগ এনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৩ মে ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.১৬২ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা (মামলা নম্বর ০১/২০১৯) রুজুকরতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, মোঃ শাহীন আহম্মদ মৃত্তিকা উর্বরতা ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর তিনি উক্ত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দাখিল করেন এবং তার জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিভাগীয় মামলার ব্যক্তিগত শুনানি ২৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ১৯-০৪-২০১৭ হতে ২৬-০৭-২০১৭ পর্যন্ত ৯৯ (নিরানব্বই) দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। শুনানিতে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের সন্তোষজনক কারণ না থাকায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' অনুযায়ী মামলাটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ০৭ জুলাই ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.২৩৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জনাব মোঃ জহুরুল হক, যুগ্মসচিব (নিরীক্ষা), কৃষি মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) এবং ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

০৪। যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) এবং ৩(গ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন (desertion)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ে ১৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.৩৩০ সংখ্যক পত্র মারফত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' করা হবে না কিংবা অন্য কোনো গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

০৫। যেহেতু, তিনি ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং এ জবাবে অভিযুক্ত কর্মকর্তা নতুন কোনো তথ্য উপস্থাপন করতে পারেনি। তাছাড়া ইতোপূর্বে সকল Procedure যথাযথভাবে সম্পন্ন করে এ বিভাগীয় মামলা পরিচালিত হয়েছে এবং তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ২(খ) এবং ২(চ) মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(খ) মোতাবেক গুরুদণ্ড 'বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান' সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৬৪.০৪.০০১.১৯.৮৩ সংখ্যক পত্র মারফত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(খ) মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়কে অনুরোধ করা হয়;

০৬। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় এর ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১০৮.৩৪.০১১.২০.২৯৫ সংখ্যক পত্র মারফত জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ-কে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(খ) অনুযায়ী চাকুরী হতে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" দণ্ডের পরিবর্তে একই

বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" দণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়;

০৭। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এর পরামর্শ, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" দণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়;

০৮। যেহেতু, মৃত্তিকা উর্বরতা ও পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর রিজিয়ন, রংপুর জনাব মোঃ শাহীন আহম্মদ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মেসবাহুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব।

সম্প্রসারণ-১ শাখা

আদেশ

তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **১২.০০.০০০০.০৫২.১৫.০০৪.১৬-১৯২**—আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৭.১৫.০৩২.১৯-০৬ সংখ্যক পত্র, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অধিশাখা-৪ এর ১২ মার্চ ২০২০ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৪.০১৫.০০১.২০-৬১ সংখ্যক পত্র, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বাস্তবায়ন শাখা-৪ এর ০৭ জুলাই, ২০২০ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬৪.১২.০১৯.১১-৪৩ সংখ্যক পত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার (২০২১ সালের ১ম সভা) সুপারিশ/সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে কৃষি প্রকৌশল উইং এর জন্য নিম্নবর্ণিত ০৬ ক্যাটাগরির ২৮৪ (দুইশত চুরাশি)টি পদ আদেশ জারির তারিখ থেকে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তে অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করছি :

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বেতনগ্রেড (জাঃবেঃস্কেল ২০১৫)	নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত	মন্তব্য
১.	উপ-প্রধান প্রকৌশলী	০৮ (আট)	টাঃ ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ (গ্রেড-৫)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী/উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক (কৃষি প্রকৌশল) পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা অথবা ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের চাকুরি।	০৮টি বিভাগে অবস্থিত ০৮টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিটিতে ০১টি করে।
২.	সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী (যান্ত্রিকীকরণ)	১১ (এগারো)	টাঃ ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ (গ্রেড-৬)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ এর তফসিলের ক্রমিক নং-১৬ দ্বারা পূরণযোগ্য।	বিদ্যমান ১৪টি সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী পদের অতিরিক্ত নতুন ১১টি সিনিয়র কৃষি প্রকৌশল পদ সবচেয়ে বেশী ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হয় এরূপ মোট ২৫টি জেলার প্রতিটিতে ০১টি করে (ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, পাবনা, নওগাঁ, নাটোর, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, যশোর, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা)। বাকী ৩৯টি জেলায় বিদ্যমান কৃষি প্রকৌশলী পদ বহাল থাকবে।

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বেতনগ্রেড (জাঃবেঃস্কেল ২০১৫)	নিয়োগ যোগ্যতা/শর্ত	মন্তব্য
৩.	সিনিয়র মেকানিক (কৃষি যন্ত্রপাতি)	২৫ (পঁচিশ)	টাঃ ১০,২০০-২৪,৬৮০ (গ্রেড-১৪)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী মেকানিক পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বছরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** ২য় বিভাগ/সমতুল্য সিজিপিএতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট/সমমানের পাশসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনো স্বীকৃত কারিগরি শিক্ষাবোর্ড হইতে মেকানিক্যাল/অটোমোবাইল বিষয়ে ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	২নং ক্রমিকে বর্ণিত ২৫টি জেলা কার্যালয়ের জন্য ০১টি করে সিনিয়র মেকানিক (কৃষি যন্ত্রপাতি)।
৪.	কৃষি প্রকৌশলী	২০৪ (দুইশত চার)	টাঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০ (গ্রেড-৯)	বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ এর তফসিলের ক্রমিক নং-২৯ দ্বারা পূরণযোগ্য।	২নং ক্রমিকে বর্ণিত ২৫টি জেলার অন্তর্গত মোট উপজেলা ২২৯টিতে কৃষি প্রকৌশলী পদ দেয়া হলো। এই ২২৯টি কৃষি প্রকৌশলী পদের মধ্যে ২নং ক্রমিকে বর্ণিত ২৫টি জেলায় বিদ্যমান কৃষি প্রকৌশলী পদ সমন্বয় করতে হবে অর্থাৎ নতুন কৃষি প্রকৌশলী পদ সৃজন করা হলো ২০৪টি।
৫.	প্রশিক্ষক (কৃষি প্রকৌশল)	১৮(আঠারো)	টাঃ ২২,০০০-৫৩,০৬০ (গ্রেড-৯)	**সরাসরি নিয়োগ :** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ৪ (চার) বছর মেয়াদী স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।	১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ০১টি করে।
৬.	সিনিয়র টেকনিশিয়ান	১৮(আঠারো)	টাঃ ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ (গ্রেড-১০)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** টেকনিশিয়ান পদে অন্যূন ০৮ (আট) বছরের চাকুরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোনো ইনস্টিটিউট হইতে অন্যূন ২য় শ্রেণির বা সমমানের সিজিপিএসহ মেকানিক্যাল/ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ০৪ (চার) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।	১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিটিতে ০১টি করে।
মোট=		২৮৪ (দুইশত চুরাশি)			

শর্তাবলি :

(ক) এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান নিয়ম-কানুন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(খ) পদ সংরক্ষণ ও পদ স্থায়ীকরণের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ নং সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুসরণ করতে হবে; এবং

(গ) এ বিষয়ে বিদ্যমান যাবতীয় বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০২। এ আদেশ জারির ক্ষেত্রে সরকারি সকল বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে।

০৩। উক্ত পদে পদায়নকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কোড হতে নির্বাহ করা হবে।

০৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ মশিউর রহমান
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ ফাল্গুন ১৪২৭/১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **শিম/প্রশা:/১৩-১/২০১০-৪৬**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে (UNESCO Executive Board) বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব তারিক সুজাত, কবি ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বাড়ি নং-৫১ (১ম তলা), সড়ক নং-৩৫/এ, গুলশান-২, ঢাকা-কে নিয়োগ প্রদান করেছেন।

০২। তাঁর নিয়োগ ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশ সদস্য থাকাকালীন (২০১৮-২০২১) বলবৎ থাকবে।

০৩। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

শোক প্রস্তাব

তারিখ : ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭/০১ মার্চ ২০২১

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.০৫.০৫৪.১৩-৯৮**—মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ গত ১৩-০২-২০২১ খ্রি. তারিখ রোজ শনিবার সকাল ৮.০০ ঘটিকায় জেলা হাসপাতাল, নীলফামারীতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

০২। জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ নীলফামারীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ০৮-০১-১৯৬৬ খ্রি. তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিগত ২৪-০৪-১৯৯৪ খ্রি. তারিখে ১৩তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থানা মৎস্য কর্মাকর্তা হিসেবে বেতাগী, বরগুণাতে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দপ্তরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সরকারি দায়িত্ব পালন করেন।

০৩। কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান, সদালাপী এ কর্মকর্তা মৃত্যুকালে স্ত্রী, ১ (এক) পুত্র এবং ২ (দুই) কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

রওনক মাহমুদ
সচিব।

প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ ফাল্গুন ১৪২৭/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৮.১৯-৬৫**—যেহেতু, বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আতিয়ার রহমান (গ্রেডেশন নং-৯৪৪), সহকারী পরিচালক, সরকারি হাঁস-মুরগি খামার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম; জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সিলেট হিসেবে কর্মকালীন গত ২৫-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় উপপরিচালক, সিলেট বিভাগ, জনাব মোঃ আবুল কাশেম (বর্তমানে পি.আর.এল ভোগরত) এর অফিস কক্ষে প্রবেশ করে বিনা উস্কানিতে তার দপ্তর হতে ২৪-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ৩১৩ নং স্মারকে জারীকৃত পত্রকে চ্যালেঞ্জ করে তার সাথে অশালীন আচরণ করেছেন মর্মে উপপরিচালক, সিলেট বিভাগ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে অভিযোগ করেন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়োগকৃত তদন্তকারী কর্মকর্তা ডাঃ শেখ আজিজুর রহমান, (পরিচালক, সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা), (বর্তমানে-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী) গত ১৭-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগসমূহের সত্যতা রয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তিনি গত ১৮-১০-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ৮৩১ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বরাদ্দকৃত কোয়ারেন্টাইন প্রকল্পের গাড়ি নং-ঢাকা মেট্রো ঠ-১৩-৩৩৬৩ হস্তান্তরে অপরাগতা প্রকাশ করেন এবং বিভাগীয় উপপরিচালক এর সাথে ঔদ্বত্যপূর্ণ আচরণ করেন; সরকারি কাজে অসহযোগিতা, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, কটুক্তি, পাল্টা অসত্য ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ন্যায়সংগত ও বৈধ আদেশকে অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করে বিভাগীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০১৯ রুজু করে গত ০৪-১১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৮.১৯-৩৪৪ নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করায় গত ২৯-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; শুনানিকালে তিনি লিখিত বক্তব্যও প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব সুব্রত ভৌমিক, উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, ডাঃ মোঃ আতিয়ার রহমান-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় তাকে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ আতিয়ার রহমান (গ্রেডেশন নং-৯৪৪), সহকারী পরিচালক, সরকারি হাঁস-মুরগি খামার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (প্রাক্তন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সিলেট)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) মোতাবেক তার পরবর্তী ০১ (এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তিনি এ স্থগিত বেতন বৃদ্ধির টাকা পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে উত্তোলন করতে পারবেন না বা দাবী করতে পারবেন না।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/৩০ মে ২০২১

নং-০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.২৭২.২০-৩৮৮—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪) করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে গত ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখ রবিবার সকাল ৬:৪৫ মি. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)।

০২। জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪) ২০ অক্টোবর ১৯৬৩ তারিখে রংপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯ তারিখে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে সরকারের যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সর্বশেষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

০৩। জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪) তাঁর দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক কন্যাসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

০৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব শামস্-ই-আরা বিনতে হুদা (৫৪১৪) এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/১ জুন ২০২১

নং ০৩.৭৫৯.১৪.০২০.০০.০২৪.২০১৫(অংশ-২)-১৬০৭—কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার সোনাচর মৌজায় কুমিল্লা ইকোনমিক জোন নামে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য জনাব মোস্তফা কামাল-চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিউটি আক্তার- পরিচালক, তানভীর আহম্মেদ মোস্তফা- পরিচালক, তানজিমা বিনতে মোস্তফা পরিচালক, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কুমিল্লা ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি লিঃ, মেঘনা প্রপার্টিজ লিঃ, ইউনাইটেড সুগার মিলস লিঃ, ইউনিক হ্যাচারী এন্ড ফিডস লিঃ, ফ্রেশ ভিলা, হাউজ-১৫, রোড-৩৪, গুলশান- ১, ঢাকা-১২১২ এর মালিকানাধীন তফসলিসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাদের মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ২৪৬.৩৬১৫ (দুইশত ছেচল্লিশ দশমিক তিন ছয় এক পাঁচ) একর । উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্বারা **ক্ষতিগ্রস্ত** হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট (লেভেল-১২), ১১১, বীর উত্তম সি. আর. দত্ত রোড, ঢাকা-১২১৬ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য মাস্টারপ্লান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করা হবে। এতদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপন করা হবে ।

জমির মালিকানা: মোস্তফা কামাল, বিউটি আক্তার, তানভীর আহম্মেদ মোস্তফা, তানজিমা বিনতে মোস্তফা, কুমিল্লা ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোং লিঃ, মেঘনা প্রপার্টিজ লিঃ, ইউনাইটেড সুগার মিলস লিঃ, ইউনিক হ্যাচারী এন্ড ফিডস লিঃ

জেলা : কুমিল্লা, উপজেলা : মেঘনা, মৌজা : সোনাচর, জে.এল.নং. ০৬

বি.এস. খতিয়ান নং:

৫, ১০, ১১, ১৪, ১৭, ২৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৬৪, ৭৪, ৭৮, ৮১, ৮৫, ৯৬, ১০৬, ১১৩, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫, ১৫৯, ১৬১, ১৭৬, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ২২১, ২২৭, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৬৫, ২৬৭, ২৭৩, ২৮৯, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৮, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৭, ৩৬৩, ৪১৬, ৪২১, ৪৩৩, ৪৩৭, ৪৫২, ৪৫৭, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৭২, ৫০৩, ৫০৮, ৫০৯, ৫১২, ৫১৩, ৫২১, ৫২৬, ৫২৭, ৫৬২, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৮১, ৫৮৭, ৫৯৮, ৬০৩, ৬০৯, ৬১২, ৬১৪, ৬১৮, ৬২১, ৬২৪, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭৫, ৬৭৯, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৯১, ৬৯৩, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭১০, ৭১৫, ৭১৯, ৭২১, ৭২৫, ৭২৬, ৭৩০, ৭৩৭, ৭৬৭, ৭৮১, ৭৯৩, ৮০১, ৮০৪, ৮০৯, ৮২৩, ৮৩২, ৮৪৫, ৮৫৬, ৮৬৬, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭১, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৯০০, ৯০২, ৯০৩, ৯০৬, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৮, ৯১৯, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৪২, ৯৫৬, ৯৬৫, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৬, ৯৯৪, ৯৯৮, ১০০৪, ১০০৫, ১০০৬, ১০০৯, ১০১০, ১০১২, ১০১৩, ১০১৪, ১০২৬, ১০৩৪, ১০৩৯, ১০৪১, ১০৪৪, ১০৫০, ১০৫৫, ১০৫৭, ১০৫৯, ১০৬১, ১০৬২, ১০৮১, ১০৮৩, ১০৯০, ১০৯১, ১০৯৩, ১১০৩, ১১০৪, ১১২২, ১১২৮, ১১৩৬, ১১৩৯, ১১৪২, ১১৪৪, ১১৪৮, ১১৬৫, ১১৭৮, ১১৮১, ১১৮২, ১১৯৩, ১২০৪, ১২০৮,১২১২, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৭, ১২২০, ১২২২, ১২২৩, ১২২৮, ১২৩৪, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৫০, ১২৫৮, ১২৬৯, ১২৭৭, ১২৮০, ১২৮৭, ১২৯০, ১২৯৪, ১৩১৩, ১৩৩৩, ১৩৩৮, ১৩৫৮, ১৩৫৯, ১৩৬৩, ১৩৬৫, ১৩৭১, ১৩৮৪, ১৩৮৬, ১৩৯০, ১৩৯৫, ১৩৯৯, ১৪০০, ১৪০৯, ১৪২২, ১৪২৫, ১৪৩২, ১৪৩৬, ১৪৩৭, ১৪৩৮, ১৪৪০, ১৪৪২, ১৪৫০, ১৪৫৬, ১৪৫৮, ১৪৬৬, ১৪৭১, ১৪৭৫, ১৪৭৮, ১৪৮১, ১৪৮২, ১৪৯০, ১৫০১, ১৫০৫, ১৫১০, ১৫১৩, ১৫১৮, ১৫২৬, ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৪৭, ১৫৫৯, ১৫৬৫ ,১৫৮৯, ১৫৯০, ১৫৯১, ১৫৯২, ১৫৯৩, ১৫৯৬, ১৫৯৭, ১৫৯৮, ১৬০১, ১৬০৯, ১৬১৬, ১৬২৭, ১৬৩৫, ১৬৪৩, ১৬৪৫, ১৬৪৬, ১৬৪৭, ১৬৫০, ১৬৫২, ১৬৫৩, ১৬৬৪, ১৬৬৫, ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৭০, ১৬৭৫, ১৬৭৯, ১৬৯০, ১৬৯২, ১৬৯৪, ১৬৯৬, ১৬৯৯, ১৭০৭, ১৭০৮, ১৭৫০, ১৭৫২, ১৭৫৩, ১৭৬১, ১৭৬৪, ১৭৬৯, ১৭৮১ ,১৭৮২, ১৮০৫, ১৮১৯, ১৮২৩, ১৮২৯, ১৮৩০, ১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৩৮, ১৮৩৯, ১৮৪৮, ১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৬, ১৮৬০, ১৮৭২, ১৮৯৩, ১৮৯৪, ১৮৯৯, ১৯০০, ১৯০৪, ১৯০৫, ১৯০৬, ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯১৯, ১৯২৯, ১৯৪৫, ১৯৫২, ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৮৮, ১৯৯৪, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪, ২০৪২, ২০৪৮, ২১০৩, ২১৩৬, ২১৪২, ২১৪৫, ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৬, ২১৫৭, ২১৬৩, ২১৬৯, ২১৭০, ২১৭৩, ২১৮৪, ২১৯০, ২১৯১, ২২০০, ২২০৭, ২২২৮, ২২৩০, ২২৪০, ২২৪১, ২২৪৮, ২২৫১, ২২৫২, ২২৬০, ২২৬৯, ২১৫৯, ২১৭৬, ২১৯৪, ২২০২, ২২০৮, ২২৩৯, ২২৪৩, ২২৮৮

মোট ৩৮০ টি খতিয়ান

বি.এস. দাগ নং :

২(আংশিক), ৩(আংশিক), ৪, ৫(আংশিক), ৮, ১১(আংশিক), ১২(আংশিক), ১৪, ১৭, ২০(আংশিক), ২১(আংশিক), ২২, ২৩(আংশিক), ২৪, ২৬, ৩০(আংশিক), ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭(আংশিক), ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫(আংশিক), ৪৬(আংশিক), ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১(আংশিক), ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬(আংশিক), ৫৭(আংশিক), ৫৯(আংশিক), ৬১, ৬২(আংশিক), ৬৩(আংশিক), ৩২৫, ৩৩৭(আংশিক), ৩৩৯(আংশিক), ৩৪০, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮(আংশিক), ৩৪৯(আংশিক), ৩৫০, ৩৫২(আংশিক), ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭(আংশিক), ৩৫৮(আংশিক), ৩৫৯(আংশিক), ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩(আংশিক), ৩৬৪(আংশিক), ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩(আংশিক), ৩৭৪, ৩৭৫(আংশিক), ৩৭৬(আংশিক), ৩৭৭(আংশিক), ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২(আংশিক), ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭(আংশিক), ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০(আংশিক), ৪০১(আংশিক), ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬(আংশিক), ৪০৭(আংশিক), ৪০৮, ৪০৯(আংশিক), ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩(আংশিক), ৪১৪, ৪১৫, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪৩২(আংশিক), ৪৩৫, ৪৩৬(আংশিক), ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪(আংশিক), ৪৫৫, ৪৫৬(আংশিক), ৪৫৭(আংশিক), ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০(আংশিক), ৪৬১(আংশিক), ৪৬২, ৪৬৩(আংশিক), ৪৬৪(আংশিক), ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮(আংশিক), ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫(আংশিক), ৪৮৬, ৪৮৭(আংশিক), ৪৮৮(আংশিক), ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২(আংশিক), ৪৯৩(আংশিক), ৪৯৪(আংশিক), ৪৯৫(আংশিক), ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯(আংশিক), ৫০০, ৫০১(আংশিক), ৫০২, ৫০৩, ৫০৪(আংশিক), ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮(আংশিক), ৫০৯(আংশিক), ৫৩১(আংশিক), ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯(আংশিক), ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২(আংশিক), ৫৪৩(আংশিক), ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬(আংশিক), ৫৪৭, ৫৪৮(আংশিক), ৫৪৯(আংশিক), ৫৫০(আংশিক), ৫৫১(আংশিক), ৫৫২, ৫৫৩(আংশিক), ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭(আংশিক), ৫৬২(আংশিক), ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫(আংশিক), ৫৮৮(আংশিক), ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯২(আংশিক), ৫৯৪(আংশিক), ৫৯৯, ৬০১, ৬০২, ৬০৩(আংশিক), ৬০৪, ৬০৫(আংশিক), ৬০৬(আংশিক), ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১২, ৬১৩(আংশিক), ৬১৪(আংশিক), ৬১৫(আংশিক), ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২(আংশিক), ৬২৩(আংশিক), ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬(আংশিক), ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২(আংশিক), ৬৩৩(আংশিক), ৬৩৪(আংশিক), ৬৩৫(আংশিক), ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯,৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪(আংশিক), ৬৪৫, ৬৪৬(আংশিক), ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯(আংশিক), ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪(আংশিক), ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯(আংশিক), ৬৬০(আংশিক), ৬৬১(আংশিক), ৬৬২(আংশিক), ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬(আংশিক), ৬৬৭, ৬৬৮(আংশিক), ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২(আংশিক), ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫(আংশিক), ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২(আংশিক), ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭(আংশিক), ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০(আংশিক),

৭০১(আংশিক), ৭০২(আংশিক), ৭০৩, ৭০৪(আংশিক), ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮(আংশিক), ৭০৯(আংশিক),৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬(আংশিক), ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩(আংশিক), ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১(আংশিক), ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০(আংশিক), ৭৪১(আংশিক), ৭৪৩(আংশিক), ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০(আংশিক), ৭৫১(আংশিক), ৭৫২, ৭৫৩(আংশিক), ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯(আংশিক), ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫(আংশিক), ৭৬৬(আংশিক), ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯(আংশিক), ৭৭০(আংশিক), ৭৭১(আংশিক), ৭৭২(আংশিক), ৭৭৩(আংশিক), ৭৭৪(আংশিক), ৭৭৫(আংশিক), ৭৭৬(আংশিক), ৭৭৭(আংশিক), ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০(আংশিক), ৮০১(আংশিক), ৮০২(আংশিক), ৮০৩(আংশিক), ৮০৪(আংশিক), ৮০৫(আংশিক), ৮০৬, ৮০৭(আংশিক), ৮০৮(আংশিক), ৮০৯(আংশিক), ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০(আংশিক), ৮২১(আংশিক), ৮২৩(আংশিক), ৮২৪(আংশিক), ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩১(আংশিক), ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪(আংশিক), ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬(আংশিক), ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫(আংশিক), ৮৫৬(আংশিক), ৮৫৭, ৮৫৮. ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭,৮৬৮, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৭(আংশিক), ৮৭৮(আংশিক), ৮৭৯, ৮৮০(আংশিক), ৮৮১, ৮৮২(আংশিক), ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯(আংশিক), ৮৯০(আংশিক), ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪(আংশিক), ৮৯৫, ৮৯৭, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪(আংশিক), ৯০৫(আংশিক), ৯০৭(আংশিক), ৯৪৮(আংশিক), ৯৪৯, ৯৫০(আংশিক), ৯৫১, ৯৫২(আংশিক), ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫(আংশিক), ৯৫৬(আংশিক), ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩(আংশিক), ৯৬৪(আংশিক), ৯৬৬, ৯৬৭(আংশিক), ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০(আংশিক), ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩(আংশিক), ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬(আংশিক), ৯৭৭(আংশিক), ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০(আংশিক), ৯৮১(আংশিক, ৯৮২(আংশিক), ৯৮৩(আংশিক), ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬(আংশিক), ৯৮৭, ৯৮৮(আংশিক), ৯৮৯, ৯৯০(আংশিক), ৯৯১(আংশিক), ৯৯২(আংশিক), ৯৯৩(আংশিক), ৯৯৪(আংশিক), ৯৯৫, ৯৯৬(আংশিক), ৯৯৭(আংশিক), ৯৯৮, ১০০০(আংশিক), ১০০১(আংশিক), ১০০২(আংশিক), ১০০৩, ১০০৪(আংশিক), ১০০৫, ১০০৬(আংশিক), ১০০৭(আংশিক), ১০০৮(আংশিক), ১০০৯, ১০১০, ১০১১, ১০১২(আংশিক), ১০১৩, ১০১৪(আংশিক), ১০১৫(আংশিক), ১০১৬(আংশিক), ১০১৭, ১০১৮, ১০১৯, ১০২০(আংশিক), ১০২১(আংশিক), ১০২২, ১০২৩, ১০২৪,১০২৫,১০২৬(আংশিক), ১০২৭, ১০২৮(আংশিক), ১০২৯(আংশিক), ১০৩০(আংশিক), ১০৩১(আংশিক), ১০৩২(আংশিক), ১০৩৩(আংশিক), ১০৩৪(আংশিক), ১০৩৬(আংশিক), ১০৩৭(আংশিক), ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪০, ১০৪১, ১০৪২, ১০৪৩, ১০৪৪, ১০৪৫, ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮, ১০৪৯(আংশিক), ১০৫০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৩, ১০৫৪, ১০৫৫(আংশিক), ১০৫৬, ১০৫৭, ১০৫৮(আংশিক), ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩(আংশিক), ১০৬৪(আংশিক), ১০৬৫(আংশিক), ১০৬৬, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭০(আংশিক), ১০৭১(আংশিক), ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫(আংশিক), ১০৭৬, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৭৯, ১০৮০(আংশিক), ১০৮১, ১০৮২(আংশিক), ১০৮৩(আংশিক), ১০৮৪, ১০৮৫, ১০৮৬(আংশিক), ১০৮৭(আংশিক), ১০৮৮(আংশিক), ১০৮৯(আংশিক), ১০৯০(আংশিক), ১০৯১(আংশিক), ১০৯২, ১০৯৩, ১০৯৪(আংশিক), ১০৯৫(আংশিক), ১০৯৬ (আংশিক), ১০৯৮, ১০৯৯, ১১০০, ১১০১, ১১০২, ১১০৩ (আংশিক), ১১০৪, ১১০৫(আংশিক), ১১০৬(আংশিক), ১১০৭(আংশিক), ১১০৮(আংশিক), ১১০৯(আংশিক), ১০৩৪/১১১২(আংশিক), ১০১৪/১১১৫ (আংশিক), ১০৭৫/১১১৭, ৭৪০/১১১৯।

মোট ৬৮৫ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ ২৪৬.৩৬১৫ একর

চৌহদ্দি : উত্তর : বাঘাইনি লক্ষি মৌজা , দক্ষিণ : মেঘনা শাখা নদী, পশ্চিম : মেঘনা শাখা নদী, পূর্ব : দরি লুটেরচর গ্রাম

<u>নিবন্ধন নম্বর ও সাল :</u>

২৩৭/১০, ১২০৭/১০, ১৩১৩/১০, ১৩৩৯/১০, ১৩৪০/১০, ১৫৩২/১০, ১৫৩৩/১০, ১৫৫১/১০, ১৭৫৫/১০, ১৭৫৬/১৫, ১৯৮২/১০, ২১৫০/১০, ২৫২২/১০, ২৬২৭/১০, ২৭৬৮/১০, ২৯২১/১০, ২৯৮৬/১০, ৩১৮৬/১০, ৩১৮৮/১০, ৩১৯৭/১০, ৩১৯৮/১০, ৩২২০/২০, ৩২২৮/১০, ৩২২৯/১০, ৩২২৯/১৮, ৩২৩০/২০, ৩২৬২/১০, ৩৩৩৯/১০, ৩৩৪৯/১০, ৩৪৩২/১০, ৩৪৩৩/১০, ৩৫০৯/১০, ৩৭৬১/১০, ৩৭৭০/১০, ৪১৫৬/১০, ৪১৮৫/১০, ৪৩১৩/১০, ৪৩২৫/১০, ৪৩২৯/১০, ৪৩৯৫/১০, ৪৪৪১/১০, ৪৪৭৯/১০, ৪৫০০/১০, ৪৫৪৫/১০, ৪৫৫০/১০, ৪৫৫১/১০, ৪৫৬১/১০, ৪৬২৩/১০, ৪৬৩৮/১০, ৪৬৭১/১০, ৪৬৭২/১০, ৪৭১২/১০, ৪৭১৩/১০, ৪৮০৯/১০, ৪৮১০/১০, ৪৯১৮/১০, ৪৯২৫/১০, ৪৯৫৫/১০, ৪৯৬৪/১০, ৫০০৫/১০, ৫০০৬/১০, ৫০৯৯/১০, ৫১০০/১০, ৫১০১/১০, ৫১৫৫/১০, ৫১৫৬/১০, ৫২০৮/১০, ৫২০৯/১০, ৫২৬০/১০, ৫২৬৪/১০, ৫২৬৮/১০, ৫২৯৯/১০, ৫৩০০/১০, ৫৩০৩/১০, ৫৩৯৫/১০, ৫৪৫২/১০, ৫৫১৫/১০, ৫৫১৬/১০, ৫৫৪৯/১১, ৫৫৫০/১১, ৫৫৫২/১০, ৫৫৫২/১১ ৫৫৬১/১০, ৫৫৬২/১০, ৫৫৬৪/১০, ৫৬১৮/১০, ৫৬১৯/১০, ৫৭৯০/১০, ৫৭৯১/১০, ৫৮৫০/১০, ৫৮৫৩/১০, ৫৮৫৪/১০, ৫৮৫৫/১০, ৫৯০১/১০, ৫৯৫৯/১০, ৬০৫১/১০, ৬০৫৮/১০, ৬০৫৯/১০, ৬০৬৫/১০, ৬০৮১/১০, ৬১০০/১০, ৬১৩৮/১০, ৬১৪৬/১০, ৬২২১/১০, ৬২৬০/১০, ৬২৮৮/১০, ৬২৯০/১০, ৬৩১৫/১০, ৬৩২০/১০, ৬৩২৫/১০, ৬৩২৭/১০, ৬৩৫২/১০, ৬৩৫৪/১০, ৬৪২৮/১০, ৬৪৪১/১০, ৬৪৪৯/১০, ৬৪৫০/১০, ৬৪৮৭/১০, ৬৪৯০/১০, ৬৪৯৫/১০, ৬৫১০/১০, ৬৫৩১/১০, ৬৫৩৮/১০, ৬৫৪১/১০, ৬৫৪২/১০, ৬৫৪৫/১০, ৬৫৪৯/১০, ৬৫৫০/১০, ৬৫৫৮/১০, ৬৫৫৯/১০, ৬৫৬১/১০, ৬৫৬২/১০, ৬৫৬৫/১০, ৬৫৮২/১০, ৬৬০৫/১০, ৬৬১২/১০, ৬৭২৭/১০, ৬৭৪৯/১০, ৬৭৫২/১০, ৬৭৮৬/১০, ৬৭৮৮/১০, ৬৭৮৯/১০, ৬৭৯২/১০, ৬৭৯৩/১০, ৬৭৯৫/১০, ৬৭৯৭/১০, ৬৮৫১/১০, ৬৯২৪/১০, ৬৯৬৬/১০, ৬৯৬৯/১০, ৭০০৪/১০, ৭০০৭/১০, ৭০০৮/১০, ৭০২১/১০,

৭০২২/১০, ৭০২৪/১০, ৭০২৫/১০, ৭০৫৪/১০, ৭০৭০/১০, ৭১৩৩/১০, ৭১৩৪/১০, ৭১৩৬/১০, ৭১৭৪/১০, ৭১৯০/১০, ৭১৯৩/১০, ৭১৯৭/১০, ৭২২৭/১০, ৭২৯৫/১০, ৭৩৯৯/১০, ৭৪০২/১০, ৭৪২৮/১০, ৭৪৩৯/১০, ৭৪৫৩/১০, ৭৪৬০/১০, ৭৪৯৭/১০, ৭৫০০/১০, ৭৫৪৯/১০, ৭৫৮২/১০, ৭৫৮৩/১০, ৭৫৮৬/১০, ৭৭১৭/১০, ৭৭৪৮/১০, ৭৭৪৯/১০, ৭৮৮৯/১০, ৭৮৯০/১০, ৭৮৯১/১০, ৭৮৯২/১০, ৭৮৯৩/১০, ৭৯১৩/১০, ৭৯১৬/১০, ৭৯৫৯/১০, ৭৯৭২/১০, ৭৯৭৩/১০, ৭৯৭৫/১০, ৮০২৩/১০, ৮১৪৫/১০, ৮১৮৪/১০, ৮১৮৫/১০, ৮১৮৭/১০, ৮২০২/১০, ৮২২০/১০, ৮২২২/১০, ৮২২৩/১০, ৮২৮৮/১০, ৮৬২০/১০, ৮৭৩১/১০, ৮৭৩৩/১০, ৮৭৩৫/১০, ৮৭৩৭/১০, ৮৮৭৯/১০, ৮৯১১/১০, ৮৯২৬/১০, ৮৯২৮/১০, ৯১৩৭/১০, ৯১৩৮/১০, ৯২০৭/১০, ৯২২৮/১০, ৯২৬৮/১০, ৯২৭২/১০, ৯৩১১/১০, ৯৪০৯/১০, ৯৪৭৭/১০, ৯৬২৩/১০, ৯৬২৮/১০, ১০৬৩১/১০, ৫৪/১১, ১৪৫/১১, ১৪৬/১১, ১৮৮/১১, ১৯২/১১, ২৩৪/১১, ২৩৭/১১, ২৩৯/১১, ২৭৪/১১, ৩১৪/১১, ৩৯৪/১১, ৪২৯/১১, ৪৬৭/১১, ৪৬৮/১১, ৭৭৪/১১, ৭৭৯/১১, ৮৫১/১১, ৮৫২/১১, ৮৯৬/১১, ৮৯৮/১১, ৯০০/১১, ৯৬২/১১, ৯৬৪/১১, ৯৬৭/১১, ৯৬৮/১১, ৯৭৯/১১, ১১৪৭/১১, ১১৪৮/১১, ১২০২/১১, ১৩৪১/১১ ,১৪৩৯/১১, ১৩৪৪/১১, ১৫৩৫/১১, ১৬৮৮/১১, ১৮৬৮/১১, ১৯২০/১১, ১৯৭৯/১১, ১৯৮১/১১, ২০৪৬/১১, ২০৪৭/১১, ২০৯৬/১১, ২০৯৭/১১, ২১৪৫/১১, ২১৪৬/১১, ২১৯৭/১১, ২২২৮/১১, ২২২৯/১১, ২৩২০/১১, ২৫০৮/১১, ২৫০৯/১১, ২৫৬৫/১১, ২৫৭৩/১১, ২৭৪০/১১, ২৮৪৩/১১, ২৯৬৭/১১, ২৯৯৫/১১, ৩২২৫/১১, ৩০৪৩/১১, ৩০৪৪/১১, ৩১০৭/১১, ৩২৭৭/১১, ৩৩৫৯/১১, ৩৫১০/১১, ৩৫১২/১১, ৩৫১৩/১১, ৩৭৯০/১১, ৩৯২৮/১১, ৩৯৮০/১১, ৪০১৭/১১, ৪৩৯৭/১১, ৪৩৯৯/১১, ৪৪০৪/২০১১, ৪৪৯৪/১১, ৪৭৬৫/১১, ৪৭৬৯/১১, ৪৮৭৬/১১, ৪৮৭৭/১১, ৪৯১০/১১, ৫৯৯৮/১১, ৬৯২৭/১১, ৭০৩৩/১১, ৭০৭০/১১, ৭০৭৬/১১, ৭০৮৮/১১, ৭৩৬৫/১১, ৭৫৭৪/১১, ৭৫৭৫/১১, ৭৬১৪/১১, ৭৬৭৩/১১, ৭৮৭২/১১, ৭৮৯১/১১, ৭৯২২/১১, ৯০২৮/১১, ৯২৪২/১১, ৯৩৮৩/১১, ৯৪৮২/১১, ৯৪৮৩/১১, ১০৬৩০/১১, ১০৬৩১/১১, ১১০৪৭/১১, ১১০৪৯/১১, ৩৬৪/১২, ২৩১০/১২, ২৩১৯/১২, ৩১৯/১৩, ৩২২/১৩, ৩২৮/১৩, ১৭৪৫/১৪, ৪২৩৭/১৪, ৪৪৯০/১৪, ৪৫০৪/১৪, ৪৫১২/১৪, ১৮৫/১৫, ১৯২/১৫, ১৯৩/১৫, ২৭৫/১৫, ৩১০/১৫, ৬৭১/১৫, ১৪৩৫/১৫, ১৪৪০/১৫, ১৪৪১/১৫, ১৪৪৮/১৫, ১৫২৪/১৫, ১৮৪০/১৫, ১৯৪৪/১৫, ১৯৫৩/১৫, ২১৫৬/১৫, ২২১১/১৫, ২২২১/১৫, ২২২২/১৫, ২৮৬৬/১৫, ২৮৬৭/১৫, ২৮৬৮/১৫, ৩৪৫৫/১৫, ৩৪৬৯/১৫, ৩৬৭৪/১৫, ৪০৫৮/১৫, ৪৪০২/১৫, ৪৪৭৫/১৫, ৪৫২৭/১৫, ৪৫৫২/১৫, ১০২/১৬, ১২১/১৬, ১২২/১৬, ৪২৯/১৬, ৫৩১/১৬, ৭৬৪/১৬, ৯০২/১৬, ৯৮৯/১৬, ১০১০/১৬, ১০১৮/১৬, ১২২৩/১৬, ১৭৪১/১৬, ২১০১/১৬, ২১০৭/১৬, ২৪৪১/১৬, ২৪৪৬/১৬, ২৪৪৭/১৬, ২৪৪৮/১৬, ২৪৪৯/১৬, ২৪৫০/১৬, ২৪৫১/১৬, ২৪৫২/১৬, ২৪৫৩/১৬, ২৪৫৪/১৬, ২৪৫৫/১৬, ২৪৫৭/১৬, ২৪৫৯/১৬, ২৫৫৭/১৬, ২৫৬৭/১৬, ২৬৪০/১৬, ২৭২৬/১৬, ৩৪৪৭/১৬, ৩৪৪৮/১৬, ৩৪৫০/১৬, ৩৪৮৭/১৬, ৩৪৭৩/১৬, ৩৪৭৪/১৬, ১০৫/১৭, ১৪৮/১৭, ১৫৭/১৭, ২৫৭/১৭, ২৭৪/১৫, ৩৫৩/১৭, ৩৫৮/১৭, ৩৭৭/১৭, ৩৭৮/১৭, ৩৭৯/১৭, ৩৮০/১৭, ৩৮১/১৭, ৩৮২/১৭, ৪৩৫/১৭, ৪৩৬/১৭, ৪৩৭/১৭,৫৯৩/১৭, ৫৯৪/১৭, ৫৯৫/১৭, ৭১১/১৭, ৭১৬/১৭, ৭১৯/১৭, ৮৯৩/১৭, ৮৯৪/১৭, ৮৯৫/১৭, ৯৮২/১৭, ৯৮৪/১৭, ৯৮৭/১৭, ৯৮৮/১৭, ৯৮৯/১৭, ১০১২/১৭, ১০৭১/১৭, ১০৭২/১৭, ১০৭৩/১৭, ১০৭৪/১৭, ১১০০/১৭, ১১০৯/১৭, ১১২৫/১৭, ১৩৩৬/১৭, ১৫০৩/১৭, ১৬৭৭/১৭, ১৮৭৯/১৭, ১৮৮০/১৭, ২০৬৮/১৭, ২০৬৯/১৭, ২০৮২/১৭, ২০৮৩/১৭, ২০৮৪/১৭, ২০৮৫/১৭, ২১১০/১৭, ২৩৬৪/১৭, ২৪৮৩/১৭, ২৪৮৪/১৭, ২৪৮৯/১৭, ২৪৯১/১৭, ২৫১৭/১৭, ২৭৮৬/১৭, ২৭২৮/১৭, ২৮১৪/১৭, ২৮৭০/১৭, ২৮৮৫/১৭, ২৯০৯/১৭, ২৯১৩/১৭, ৩০৫৫/১৭, ৩১০১/১৭, ৩১১২/১৭, ৩১৫৫/১৭, ৩২৭৮/১৭, ৩৫৫৫/১৭, ৩৫৬২/১৭, ৩৫৫৬/১৭, ৩৫৮২/১৭, ৩৫৮৮/১৭, ৩৬০১/১৭, ৩৬০৯/১৬, ৩৬২০/১৭, ৩৬৩৯/১৭, ৩৬৫৩/১৭, ৩৭১৫/১৭, ৪০৬২/১৭, ৪০৭৩/১৭, ৪০৭৪/১৭, ৪০৭৮/১৭, ৪০৮২/১৭, ৪১১৩/১৭, ৪১২৮/১৭, ৪১২৯/১৭, ৪৩২৯/১৭, ৪০/১৮, ৪৩/১৮, ৭৭/১৮, ৪৫৯/১৮, ৪৬৬/১৮, ৫০৭/১৮, ৫৬২/১৮, ৫৯২/১৮, ৯০৯/১৮, ৯১০/১৮, ১০৭৬/১৮, ১৩৭৪/১৮, ১৩৮৮/১৮, ১৩৯৭/১৮, ১৪৩০/১৮, ১৪৮০/১৮, ১৪৯৭/১৮, ১৫১৫/১৮, ১৫৬৪/১৮, ১৭০৭/১৮, ১৭১৭/১৮, ১৭৪৯/১৮, ১৭৭৪/১৮, ১৭৯৭/১৮, ১৮৪৭/১৮, ১৮৫৬/১৮, ১৯২৫/১৮, ১৯৩১/১৮, ১৯৩৬/১৮, ১৯৩৮/১৮, ১৯৫৮/১৮, ২০০৫/১৮, ২১৯৩/১৮, ২১৯৪/১৮, ২১৯৬/১৮, ২২৬২/১৮, ২২৬১/১৮, ২২৬৩/১৮, ২২৬৪/১৮, ২২৭৬/১৮, ২২৯৪/১৮, ২৩২৮/১৮, ২৩৪৭/১৮, ২৩৪৮/১৮, ২৩৫৪/১৮, ২৪৫৭/১৮, ২৪৫৮/১৮, ২৬৩২/১৮, ২৮১২/১৮, ২৯৯১/১৮, ৩০৩১/১৮, ৩৩১৭/১৮, ৩৪৯৩/১৮, ৩৭৪৮/১৮, ৩৮৫৯/১৮, ৩৯১৩/১৮, ৩৯৭৬/১৮, ৪১৫৬/১৮, ৪১৮৫/১৮, ৪১৮৬/১৮, ৫১৫৬/১৮, ৯৯৫২/১৮, ৮৫/১৯, ১২৪/১৯, ২১৯/১৯, ২৩২/১৯, ৪১১/১৯, ৪১৩/১৯, ৫৬১/১৯, ৫৬২/১৯, ৫৬৩/১৯, ৫৬৪/১৯, ৬৩১/১৯, ৬৩২/১৯, ৬৩৩/১৯, ৭১৪/১৯, ৭১৫/১৯, ৭৫০/১৯, ৭৮০/১৯, ৮৪৯/১৯, ৮৫১/১৯, ৮৬১/১৯, ৯০৯/১৯, ৯২৯/১৯, ৯৮১/১৯, ১০১৯/১৯, ১১৯০/১৯, ১১৯২/১৯, ১১৯৩/১৯, ১২১৯/১৯, ১৩৪১/১৯, ১৩৪২/১৯, ১৩৪৩/১৯, ১৪১৮/১৯, ১৮৫২/১৯, ২০৪৪/১৯, ২১৪৪/১৯, ২২৫৭/১৯, ২৫১১/১৯, ২৫১৬/১৯, ২৫১৭/১৯, ২৭২৫/১৯, ২৮৬৫/১৯, ২৮৭৬/১৯, ২৮৮০/১৯, ২৮৮৩/১৯, ২৯৩৪/১৯, ২৯৩৫/১৯, ২৯৪৭/১৯, ২৯৪৯/১৯, ২৯৮১/১৯, ২৯৯৩/১৯, ৩০৪৪/১৯, ৩১১১/১৯, ৩৪০৩/১৯, ৩৪১৭/১৯, ৩৪৯৫/১৯, ৩৭২৫/১৯, ৩৭৯৮/১৯, ৩৭৯৭/১৯, ৩৭৯৯/১৯, ৩৮৫২/১৯, ৩৯২১/১৯, ৩৯৯৯/১৯, ৪০০১/১৯, ৭১/২০, ৭২/২০, ৮৫/২০, ৮৭/২০, ১৪০/২০, ১৭২/২০, ১৭৩/২০, ১৭৪/২০, ২৭৫/২০, ২৯২/২০, ৩০৯/২০, ৩৫১/২০, ৪৮৮/২০, ৫৬৮/২০, ৭২৯/২০, ৭৩০/২০, ৮০২/২০, ৯৫১/২০, ৯৮৫/২০, ৯৯৮/২০, ১০০০/২০, ১০২৯/২০, ১১২৮/২০, ১১৪৪/২০, ১১৪৫/২০, ১১৪৬/২০, ১১৭০/২০, ১১৭১/২০, ১২০৩/২০, ১২০৪/২০, ১২০৬/২০, ১২০৯/২০, ১২৪০/২০, ১৩৭০/২০, ১৩৮২/২০, ১৪৩১/২০, ১৭৩৪/২০, ১৭৪৯/২০, ১৭৫০/২০, ১৭৫৮/২০, ২০২৭/২০, ২০২৮/২০, ২২৮১/২০, ২৪০৭/২০, ২৪৯৫/২০, ২৫৫৪/২০, ২৭৬৩/২০, ২৯২৫/২০, ২৯৩৭/২০, ২৯৭৮/২০, ২৯৮৬/২০, ২৯৮৭/২০, ২৯৮৮/২০, , ২৯৮৯/২০, ২৯৯০/২০, ২৯৯৮/২০, ৩০৯৪/২০, ৩০৯৬/২০, ৩০৯৯/২০, ৩১৪৫/২০ ,৩১৭৬/২০, ৩৫৫৪/২০, ৩৮৪৬/২০, ৩৮৪৮/২০, ৩৮৫০/২০, ৪০২৬/২০, ৪০২৭/২০, ৭/২১, ১৪৯/২১,৭৮২/২১, ৮১৮/২, ৮১৯/২১, ৮২০/২১ ।

মো: শোয়েব
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১).৭০—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act (XXVIII of 1951)- এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	পাঁচজৈনা	১৩	১/১ ও ৯৪৬ = ২টি	কলাপাড়া	পটুয়াখালী	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৭৮৫৬/২০১১ নম্বর রিট পিটিশন সংশ্লিষ্ট ভূমি অর্থাৎ ১/১ ও ৯৪৬ নম্বর খতিয়ানের ভূমির চূড়ান্ত প্রকাশনার ইস্তেহারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপসচিব।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ

নং ২২.০০.০০০০.০৭৩.১৩.০০১.২০১২/১৮৬—প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় 'প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি' নিম্নরূপভাবে গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

৩. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

৪. প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়

৫. প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৬. প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়

৭. প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৮. প্রতিনিধি, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৯. প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ

১০. প্রতিনিধি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

১১. প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১২. প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

১৩. প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১৪. প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

১৫. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর

১৬. প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

১৭. (ক) জনাব মোঃ ইমদাদুল হক, অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(খ) ডঃ মোঃ সগির আহ্‌মেদ, অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. (ক) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস (বিআইডিএস), ঢাকা

(খ) নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস), ঢাকা

সদস্য-সচিব

১৯. পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা), পরিবেশ অধিদপ্তর।

জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(ক) জাতীয় কমিটি স্ব উদ্যোগে অথবা কোনো তথ্যের ভিত্তিতে যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, কোনো এলাকার প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে জাতীয় কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৫ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষণা করার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে;

(খ) সুপারিশ পেশ করার ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবে; যথা—

(১) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণির আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় এলাকায় অবক্ষয়;

(২) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হওয়ার কারণে ও সম্ভাব্য হুমকিসমূহ;

(৩) দেশিয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(৪) অন্য কোনো আইনের অধীন উক্ত এলাকা বা উহার কোনো অংশকে বিশেষ এলাকা ঘোষণা করা হলে উহার শর্তাবলি;

(৫) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি;

(৬) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান; এবং

(৭) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

(গ) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগণের জীবন-জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে;

(ঘ) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারবে;

(ঙ) জাতীয় কমিটির সভা :

(১) জাতীয় কমিটি বছরে একবার সভায় মিলিত হবে;

(২) জাতীয় কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাবে;

(৪) জাতীয় কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(৫) জাতীয় কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না;

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না;

(চ) ১৭ ও ১৮ এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে ৪(চার) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোনো মনোনীত সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন। উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন;

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(জ) পরিবেশ অধিদপ্তর জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনীষ চাকমা
উপসচিব।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ০১ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং-৫৭.০০.০০০০.০৫১.১১.০০১.২০-১৩৪/১—সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৬ এর উপধারা ২ এর ক্ষমতাবলে সরকার অর্থ বিভাগের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০২০ এর তফসিল-১ [বিধি ২(গ) দ্রষ্টব্য] এর ক্রমিক ৪৭ ও ৪৮ এ বর্ণিত ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ/টিআর/ইএনটি/টেক/ল্যাব) (গ্রেড-১৩) এর কলাম ৫ এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করিলেন—

ক্র. নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সময়সীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
০১.	ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ/টিআর/ল্যাব/ইএনটি/টেক)	৩০ বৎসর	মোট পদের— (ক) শতকরা ২৫ ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) শতকরা ৭৫ ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** পদার্থ ও রসায়নসহ ২য় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি এবং কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা অথবা উচ্চ মাধ্যমিক (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২ বছরের ট্রেড কোর্স এবং ৫ বছরের অভিজ্ঞতা। **কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে:** অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১০-০৬-২০১৩ খ্রি. তারিখের ১২৪ নং স্মারকে ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর (সপ/টিআর/ল্যাব/ইএনটি/টেক) পদের বেতন গ্রেড উন্নীতকরণের আদেশ জারির সময়ে যে সকল কর্মচারী কর্মরত ছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১১ এর তফসিলে বর্ণিত নিয়োগ যোগ্যতা প্রযোজ্য হবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

রহিমা আক্তার
উপসচিব (কারিগরি-১)।